তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল গ্রেড পদ্ধতি, পাস-ফেল প্রথা বিলুপ্ত হচ্ছে

সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০০১ সালে অনুষ্ঠিতব্য স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা এবং ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশিত হবে।

নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণের কোন বিভাগ উল্লেখ থাকবে না। শুধু প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত লেটার গ্রেড এবং সকল বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট (জিপি)-এর ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট এভরেজ (জিপিএ) উল্লেখ থাকবে। এতে লেটার মার্ক ও স্টার মার্ক এবং মেধা তালিকা উল্লেখ থাকবে না। পরীক্ষার্থী কোন বিষয়ে 'এফ' গ্রেড না পেলে এবং তার জিপিএ ন্যূনতম ১.০ (এক) হলে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হবেন। কোন একটি

গ্রেড ঃ পৃঃ ২ কঃ ৮

গ্রেড ঃ পদ্ধতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিষয়ে 'এফ' গ্রেডপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর জি ১.৫ কিংবা তার অধিক হলে সে প উচ্চতর শ্রেণীতে সাময়িকভাবে যোগ্য হবেন। তবে অকৃতকার্য পরবর্তীতে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হলে উ শ্রেণীতে তার সাময়িক ভর্তি বাতিল যাবে।

পরীক্ষার্থী কোন একটি বিষয়ে গ্রেড প্রাপ্ত হলে তাকে অব্যবহিত প বছরেই ওই একটি বিষয়ে পরীক্ষা তাতে জিপি ন্যূনতম ১.০ (এক) হবে। পরবর্তীতে এ বিষয়ের জিপি পূ বছরে উত্তীর্ণ বিষয়সমূহের সংরক্ষিত জি এর সাথে যোগ করে পরীক্ষার্থীর জি নির্ণয় করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে পরী ইচ্ছা করলে নতুনভাবে সব বিষয়ে প দিতে পারবে। কোন পরীক্ষার্থী নিজের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অব্যবহিত পর বছরেই পরীক্ষা দিতে পারবে। পরীক্ষা ফলাফলে উন্নয়ন ঘটলে তা গ্রহণ করা অন্যথায় পূর্বের ফল বহাল থাকবে।

কোন পরীক্ষার্থী এসএসসিতে ন্যূনত (চার)টি বিষয় এবং এইচএসসিতে ন্যূন ৩ (তিন)টি বিষয়ে উত্তীর্ণ হলে অর্থাৎ বা তদূর্ধ্ব গ্রেড পেলে অনুত্তীর্ণ বি বিষয়/বিষয়সমূহে পরবর্তী বছর পরী দিতে পারবে। এ সুযোগ রেজিস্ট্রেশ মেয়াদ থাকা পর্যন্ত বহাল থাক পরীক্ষার্থীর উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূ ফল/প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষিত থাকবে। উল্লে একাধিক অংশ সংবলিত বিষয়সমূহে (যে তত্ত্বীয়, ব্যবহারিক, রচনামূলক, নৈর্ব্যক্তি বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রতে অংশে পৃথক পৃথকভাবে উত্তীর্ণ হতে হ উত্তীর্ণ সকল অংশে প্রাপ্ত নম্ব যোগফলের ওপর ভিত্তি করে ওই বিষ গ্রেড নির্ধারণ করা হবে। যেকোন এক অংশে অনুত্তীর্ণ হলে ওই বিষয়ে অনুত্ত বলে গণ্য হবে।

বর্তমান পদ্ধতিতে পূর্বের মতো শি বোর্ড থেকে মূল সনদপত্র ইস্যু করা হ তবে এতে বিভাগের স্থলে জিপিএ উল্লে থাকবে। কোন পরীক্ষার্থী যেকোন এ বিষয়ে 'এফ' গ্রেড পেলে সনদপত্র পাবে তবে শিক্ষাগত মূল্যায়নপত্র (একাডেমি ট্রান্সক্রিপ্ট) পাবে। বর্তমান পদ্ধতি প্রচলিত নম্বরপত্র ইস্যু করা হবে না এ এর পরিবর্তে মূল্যায়নপত্র ইস্যু করা হবে এতে প্রত্যেক বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড, জিপি জিপিএ উল্লেখ থাকবে এবং প্রতি গ্রেডে জন্য নির্ধারিত ব্যাপ্তি উল্লেখ থাকবে। নতু পদ্ধতিতে অতিরিক্ত বিষয়ের (৪র্থ বিষয় প্রাপ্ত নম্বর জিপিএর সাথে যোগ হবে না তবে এ অতিরিক্ত বিষয়ের নামও জি মূল্যায়নপত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে। পরীক্ষা ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী রোল নম্বরের পাশে জিপিএ এবং বাি পরীক্ষার্থীর রোল নম্বরের পাশে বন্ধনীতে 'এফ' লেখা থাকবে। টেবুলেশন বইতে সকল পরীক্ষার্থীর বিস্তারিত তথ্য উল্লে থাকবে।

নতুন গ্রেডিং পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ২০০১ সালে অনুষ্ঠিতব্য পাবলিক পরীক্ষা থেকে এবং এইচএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য পাবলিক পরীক্ষা থেকে পরীক্ষায় পাস-ফেল প্রথা বিলুপ্ত হবে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় একজন পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরকে লেটার গ্রেডে রূপান্তরের পদ্ধতি হবে ঃ এ+ গ্রেড, প্রাপ্ত নম্বর ৮০ বা তদূর্ধ্ব, পয়েন্ট-৫; এ গ্রেড, প্রাপ্ত নম্বর ৬০-৭৯, পয়েন্ট-৪; বি গ্রেড, প্রাপ্ত নম্বর ৫১-৫৯, পয়েন্ট-৩; সি গ্রেড, প্রাপ্ত নম্বর ৪১-৫০, পয়েন্ট-২; ডি গ্রেড, প্রাপ্ত নম্বর ৩৩-৪০, পয়েন্ট-১; এফ গ্রেড প্রাপ্ত নম্বর ০-৩২, পয়েন্ট-০। তথ্য বিবরণী।